ধর্ষককে গ্রেফতারের দাবীতে আলমডাঙ্গা প্রসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাস বাগুন্দা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে ধর্ষক আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে লিখিত সংবাদ সম্মেলন করেন ধর্ষিতার পক্ষে মানবতা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ্যাডঃ মানি খন্দকার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মানবতা ফাউন্ডেশনের গন সংযোগ কর্মকর্তা হাফিজ উদ্দিন হাবলু,অপারেশন অফিসার এ্যাডঃ জিল্লুর রহমান জালাল,মোটিভেশন অফিসার জাকিয়া সুলতানা ঝুমুর।

বেলা বারোটার দিকে আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে ফাতেমা খাতুনের পক্ষে মানি খন্দকার লিখিত বক্তব্য বলেছেন আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী মোসাম্মৎ ফাতেমা খাতুন (২০) পিতা মৃত খেদের আলী মাতা মোসাম্মৎ মর্জিনা খাতুন শংকরচন্দ্র, থানা চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলা চুয়াডাঙ্গা, এপি বাসা নম্বর ২৭৪ (ছাপাখানা মোড়) থানা মিরপুর মডেল ঢাকা জন্ম নিবন্ধন নম্বর ২০০৪১৮১২৩৭১১২৭২৯৬,মোবাইল নাম্বার ০১৯৯৯৫৬১৪১৪,আমার মা ও ভাবিকে সঙ্গে নিয়ে থানায় আসিয়া আসামি ১। আলাউদ্দিন (৪৩) পিতা মোহাম্মদ রমজান আলী মাতা সাহিদা বেগম, সাং খাস বাগুন্দা,থানা আলমডাঙ্গা জেলা চুয়াডাঙ্গা জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর ৬৪৫৮২৯৩৬৫৮ এর বিরুদ্ধে এই মর্মে এজাহার দায়ের করিতেছে যে,আমার বাবা মারা যাওয়ার পর সাংসারিক অভাব অনটনের কারণে আমার মা আমাকে আমার চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রী মোসাম্মৎ সুলতানা ইভা এর বাসায় রাখেন। আমি প্রায় ১৩ বছর ধরে আমার ভাবি মোছাম্মৎ ইসমাত সুলতানার সাথে তার বাসায় বসবাস করিয়া আসতেছি।চাকরির সুবাদে আমি ভাবির সাথে মিরপুর মডেল থানাধীন (ছাপাখানা মোড়)বাসা নম্বর ২৭৪ তে বসবাস করি। আসামি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ৪৩, আমার ভাবি মোসাম্মৎ কিসমত সুলতানা এর আমেরিকান প্রবাসী আপন শাশুড়ি

মোছাম্মদ নাদিরা বেগমের দ্বিতীয় স্বামী হাওয়াই প্রায়ই উক্ত বাসায় যাওয়া আশা করতে থাকেন। আসামি বাসায় আসিয়া প্রায়ই অবস্থান করিতেন। আমার ভাবি উপজেলা কৃষি অফিস নারায়ণগঞ্জ, ঢাকায় কর্মরত এবং তাহার স্বামী বেসরকারি চাকরির সুবাদে প্রতিনিয়ত আমাকে বাসায়

একা রেখে যেতেন। তার স্ত্রী সরকারি চাকরির সুবাদে প্রতিনিয়ত আমাকে বাসায় একা রেখে কর্মস্থলে যাইতেন। প্রতিদিনের ন্যায় ১৫/২/২০২৪ তারিখ সকাল অনুমান ৮ ঘটিকার সময় ভাবি ও তার স্বামী আমাকে ও তার সৎপিতা আসামিকে ঢাকা মিরপুর থানাধীন ছাপাখানা মোড় বাসা নম্বর ২৭৪(৬তলায়) এর বাসায় রাখিয়া তাদের দুই সন্তানকে দিয়ে অফিসে যান। একই তারিখ বেলা অনুমান ১১ টার সময় আমি বারান্দায় বসে থাকা অবস্থায় আসামি আমাকে কাজের কথা বলিয়া রুমে ডেকে নিয়ে যায়।

একপর্যায়ে স্ত্রী আমেরিকার প্রবাসী হাওয়াই, আসামির স্ত্রী তাহাকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে বলে প্রলভন দেই,বলেন আমি বিদেশ চলে গেলে তোমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া সহ আমার নামের সম্পত্তি দিয়া ও আমাকে বিবাহ করবে বলিয়া বিভিন্ন প্রলোভন দেখাইয়া আমার পরণে থাকা সালোয়ার কামিজ খুলিয়া ধর্ষণ করেন। এরপর হইতে আসামি বিভিন্ন সময় উক্ত সময় আসিয়া আমাকে বিবাহের প্রলভন দেখাইয় ধর্ষণ করতে থাকেন। আসামি সর্বশেষ গত ৮/ ৫/ ২০২৪ তারিখে বেলা অনুমান ১১ ঘটিকার সময় আমাকে উক্ত বাসার আসামির স্বয়ন কক্ষের মধ্যে ধর্ষণ করে।পরবর্তীতে আমি অন্তঃসত্তা হইলে বিষয়টি আমার ভাবিকে বিস্তারিত জানালে ভাবি ঘটনার বিবরণ শুনিয়া আমার মা ও ভাই সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে আলোচনা করেন ঘটনার বিস্তারিত আমার মা ভাই ও পরিবারের সাথে আলোচনা করিয়া তাহাদের সহায়তায় মিরপুর মডেল থানায় আসিয়া এজাহার দাখিল করি।মীরপুর মডেল থানার শিশু নির্যাতন মামলা নং২৬ তারিখ ৯/৬/২৪।বাদী মোছা ফাতেমা খাতুন।

দর্শনায় ৬০ লিটার চোলাই মদসহ ৩ জন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৬০ লিটার চোলাই মদসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাযায় গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে দর্শনা রেল বাজার থেকে তাদের ৩ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলো দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আঃ মান্নানের ছেলে রিপন (৩৭)

দর্শনা শান্তিপাড়ার টুকু মিয়ার ছেলে জসিম মিয়া (৪৪) ও ঈশ্বর চন্দ্রপুর গ্রামের মহি উদ্দিনের ছেলে রাজিব উদ্দিনকে (২৮) গ্রেফতার করেছে।

দর্শনা পুলিশ জানায়,দর্শনা রেল বাজারস্থ মনোরঞ্জন মার্কেটের দক্ষিন পাশে মেসার্স লিখন এন্টারপ্রাইজ এর সামনে ইটের সলিং রাস্তার উপর থেকে প্লাস্টিকের ৬ কন্টনেটার ভর্তি বাংলা মদ কেনাবেচা করছে। এ সময় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা থানার এসআই(নিঃ) তারেক হাসান সঙ্গীয় অফিসার-ফোর্সসহ ৬০ লিটার চোলাই মদসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে সহিংসতা মামলায় পাশা চেয়ারম্যানের ছেলে গ্রেপ্তার

কোটা সংস্কার আন্দোলনে কুষ্টিয়ায় সহিংসতার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গাংনীর এক ইউপি চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। গ্রেপ্তার কিশোরের নাম আশফাক উজ জামান সৌরভ (১৮)।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে বাড়ি থেকে সৌরভকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে কুষ্টিয়া মডেল থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ গতকাল শুক্রবার আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও মিনাপাড়া গ্রামের আনোয়ার হোসেন পাশার ছেলে। আনোয়ার হোসেন ওই ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি।

পুলিশ বলছে, কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় সহিংসতার ঘটনায় জড়িত সৌরভ। ভিডিও ফুটেজ দেখে শনাক্তের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া গোয়েন্দা পুলিশের ওসি শেখ সোহেল রানা জানান, চৌড়হাস ফুলতলা এলাকায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মামলার পর ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করে অভিযান চালানো হয়। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা থেকে ওই ছেলেকে গ্রেপ্তার করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৭ জুলাই বিকেলে শহরের চৌড়হাস ফুলতলা এলাকায় হত্যার উদ্দেশ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও মোটরসাইকেলে আগুন দিয়ে পোড়ানোর ঘটনায় ১৮ জুলাই রোহাজ আরেফিন ওরফে রাব্বি (২৪) নামের এক তরুণ বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা ১৫০ থেকে ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

ঘটনার দিন বিকেলে কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তিন দফায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের ফেলে যাওয়া সাতটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেন কোটা আন্দোলনকারীরা। পরে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। ওই মামলায় সিসি টিভি ফুটেজ দেখে জড়িতদের গ্রেপ্তার করছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী।

স্থানীয়রা গ্রেপ্তার কিশোরের বাবার পদপদবির বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, আনোয়ার হোসেন পাশা চেয়ারম্যানের চাচা মকবুল হোসেন ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। তিনি মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত দুইবারের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ছিলেন। আরেক চাচা গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

মুঠোফোনে ছেলের গ্রেপ্তারের বিষয়ে জানতে চাইলে আনোয়ার হোসেন পাশা বলেন, সৌরভ কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। শহরের পেয়ারাতলার একটি ম্যাসে থেকে পড়াশোনো করতো। বৃহস্পতিবার দিকবাগত রাত ১টার দিকে ডিবি পুলিশ তাকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। পুলিশের অভিযোগ কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় সহিংসতার ঘটনায় নাকি আমার ছেলে জড়িত। ফুটেজ দেখে তারা সনাক্ত করেছে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) মোহাম্মদ মাহফুজুল হক চৌধুরী বলেন,শুক্রবার দুপুরে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে সৌরভকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে

আন্ত:জেলা মোবাইল চোর চক্রের তিন সদস্য গ্রেফতার, ৫৭ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের এসআর টেলিকম নামের মোবাইল ফোনের দোকানে দু:স্বাহষিক চুরির ঘটনায় তিনজন আন্ত:জেলা মোবাইল চোরকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এসময় তাদের কাছ থেকে ৫৭ টি চোরাই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

এরা হলেন, চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া উপজেলার উকিলেরপাড়া গ্রামের সুলাইমান হোসেনের ছেলে মো: আব্দুল্লাহ আল মারুফ ওরফে জিল্লু (২৯) ও সাকিব হাসান মুরাদ (২৫) ও একই জেলার চন্দনাইস উপজেলার ব্রাম্মণপাড়া গ্রামের অজিত চক্রবর্তীর ছেলে লিটন চক্রবর্তী (৩৬)।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) নি: অরুন কুমার দাশ, এসআই (নি:) মনিরুজ্জামান মিলন, এসআই (নি:) আশরাফুল আলমসহ ডিবি পুলিশের একটি টিম তথ্য প্রযুক্তি ও সোর্সদের মাধ্যমে চোর সনাক্ত করে বিগত ৬ দিন যাবৎ কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোবাইল চোর চক্রের এই তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেন।

আজ বুধবার (১৭ জুলাই) দুপুর ৩ টার দিকে স্থানীয় সাংবাদিকদের প্রেস ব্রিফিং করেন জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম জানান, একটি গোপন সুত্রমতে, জানতে পারি চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানার আমীরাবাদ এলাকায় আল আমিন সপিং কমপ্লেক্সের খাজা ডিসপ্লে গ্যালারী নামক একটি মোবাইল ফোনের দোকানে মেহেরপুর থেকে চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন রয়েছে। সে

মোতাবেক গত ১৪ জুলাই দুপুর ২ টার সময় ওই দোকানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে আব্দুল্লাহ আলম মারুফ জিল্লুর ও তার ভাই সাকিব হাসান মুরাদকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় ওই দোকান থেকে ৫৭ টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পরে আব্দুল্লাহ আল মারুফের দেওয়া তথ্যমতে চট্টগ্রামের কোতোয়ালী থানার এলাকায় অভিযান চালিয়ে লিটন চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর মেহেরপুর ডিবি কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে চুরির সাথে জড়িত অন্যান্য চোরদের নাম ঠিকানা প্রকাশ করেছে। তবে এখন সেটা যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে নাম ঠিকানা প্রকাশ করা যাবে না।

এদিকে আসামী তিন জনের মধ্যে জিল্লুর ও তার ভাই সাকিব হাসান মুরাদ আদালতের বিজ্ঞ বিচারকের কাছে মোবাইল চুরির ঘটনায় ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী দিয়েছেন। এছাড়া অপর আসামি লিটন চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ জুলাই সকাল সাড়ে ৭ টা থেকে ৭ টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত মেহেরপুর শহরের মহিলা কলেজ মোড় এলাকার বাদল ফেন্সি মার্কেটের নিচ তলায় সাইদুর রহমান শাহিনের মালিকাধাীন এসআর টেলিকমের সার্টারের তালা কেটে ৭/৮ জনের একদল চোর ভিতরে ঢুকে ২২০ টি অ্যন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন সেট যার আনুমানিক মুল্য ৩৫ লাখ টাকা ও ক্যাশ বাক্সে থাকা নগদ ৪ লাখ ১৫ হাজার টাকাসহ প্রায় ৩৯ লাখ ১৫ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে ৭/৮ জনের চোরের দল ভিতরে ঢুকে লাগেজে মোবাইল ফোন ভরে নিয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার সময় তারা দোকানের সার্টারে অন্য তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন।

এ ঘটনায় ওই দোকানের ম্যানেজার আক্তারুজ্জামান বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জনকে আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ধারা ৩৮০/৪৬০ পেনাল কোড, মামলা নং ১৭, তারিখ ৭/৭/২৪ ইং।

দামুড়হুদায় মাদক বিরোধী অভিযানে একজন গ্রেফতার

দামুড়হুদায় মাদক বিরোধী অভিযানে হেমায়েতপুর থেকে ৮০ পিচ অবৈধ মাদকদ্রব্য ইয়াবা সহ একজনকে আটক করেছে দামুড়হুদা থানাধীন চারুলিয়া ক্যাম্প পুলিশ।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার সময় হেমায়েতপুর ব্রীজের উপর তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় এবং তার সহযোগী একজন কৌশলে পালিয়ে যাই।
গ্রেফতারকৃত হলো দামুড়হুদা উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের মৃত জালাল উদ্দিন এর ছেলে মোঃ মোফাজ্জেল হক (৪৫)।
পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম সেবা মহোদয় এর নির্দেশনায় দামুড়হুদা থানাধীন চারুলিয়া ক্যাম্পে কর্মরত এসআই লিটন কুমার মন্ডল ও এএসআই মোঃ আবেদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান ডিউটি পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা থানাধীন হেমায়েতপুর গ্রামস্থ চারুলিয়া টু হেমায়েতপুর সংযোগ ব্রীজের উপর থেকে মোঃ মোফাজ্জেল হক (৪৫) কে ৮০ (আশি) পিচ অবৈধ মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট (যার মুল্য অনুমান-২৪,০০০/-টাকা) সহ হাতেনাতে আটক করে এবং অপর সহযোগী আসামী মোঃ ফকির (৫০), পিতা- আব্দুল মান্নান, সাং- চন্দ্রবাস, থানা- দামুড়হুদা, কৌশলে পালিয়ে যায়। বর্তমানে গ্রেফতার কৃত আসামী দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে আছে। আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা রজু করা হয়েছে।
দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দর্শনার আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী কালু গাঁজাসহ গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী কালুকে (৩৯) ৫ গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানা যায় গতকাল সোমবার ভোরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে দর্শনা থানার এস আই সেকেন্দার আবু জাফর সঙ্গীয় অফিসার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা পৌর এলাকার আজমপুরের জোর আলী মিজির ছেলে আফজাল হোসেন ওরফে কালু (৩৯)’র বাড়িতে অভিযান চালায়।

এসময় কালুর বসত ঘরের শয়ন কক্ষের খাটের নিচ হতে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৫শগ্রাম গাঁজা উদ্ধার পূর্বক জব্দ ও কালুকে গ্রেফতার করে। সকালে গ্রেফতারকৃত কালুর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা করা হয়।

উল্লেখ্য আজমপুরে কালুর বাড়ি রাতে বিভিন্ন এলাকার মাদক ক্রেতারা এসে মাদক ক্রয় করে বলে এলাকাবাসি জানায়।বেশ কয়েক বছর ধরে এলাকায় মাদক কারবার করে আসছিল। কেউ কিছু বললে সকলকে ম্যানেজ করে এ ব্যবসা করে আসছিল বলে নিজেকে জহির করতো।

এ ঘটনায় কালুকে মাদকদ্রব্য আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দামুড়হুদায় হেরোইনসহ দুজন মাদক কারবারি গ্রেফতার

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে চিহ্নিত দু’জন মাদক কারবারি কে হেরোইন সহ গ্রেফতার করেছে। ওই সময় গ্রেফতারকৃত মাদক কারবারিদের কাছ থেকে ১০ (দশ) গ্রাম হেরোইন জব্দ করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে তাদেরকে থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের (এসপি) পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমানের দিক-নির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ আলমগীর কবীরের নেতৃত্বে এসআই, মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, এএসআই বিপ্লব কুমার দাস সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে থানার হাউলী এলাকায় মাদক

বিরোধী অভিযান চালায়। এসময় হাউলী গ্রামের তিন রাস্তার মোড় থেকে মাদক কারবারি দশমী গ্রামের মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে মোঃ শরিফুল আলম
(৪১) ও মৃত আবুল কালামের ছেলে মোঃ জহুরুল ইসলাম (৩৫) কে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওই সময় তাদের হেফাজতে থাকা ১০গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার (ওসি) মোঃ আলমগীর কবির বলেন, গ্রেফতারকৃত দুজনেই চিহ্নিত মাদক কারবারি। তাদের নামে একাধিক মামলাও রয়েছে। হিরোইন সহ গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

দর্শনায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী আলতাফ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এএসআই আবু বক্কর সিদ্দিক, এএসআই শেখ আবু হানিফ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের ফুরশেদপুর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ২০ লক্ষ দশ হাজার টাকা জরিমানার সাজাপ্রাপ্ত পালাতক আসামী
আলতাফ হোসেন ওরফে খোকাকে (৫০) গ্রেফতার করা হয়। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের ফুরশেদপুর গ্রামের বাসিন্দা ও সুলতান আহম্মেদের ছেলে।

এদিকে পুলিশের কাজে বাঁধা সৃস্টি করার অপরাধে একই ইউনিয়নের হরিশপুর গ্রামের শরিফুল ইসলাম (৩৫) নামের একজনকেও গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত শরিফুল ইসলাম হরিশপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে। গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিচারার্থে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা

হয়েছে।

গাংনীতে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা মামলায় আদালত কর্তৃক ৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মো: নুহু (৩৫) কে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

গ্রেফতারকৃত মোঃ নুহু মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের মোঃ আক্কাস আলীর ছেলে।

আজ শনিবার (২২ জুন) দুপুরের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার মোকারিমপুর ইউনিয়নের গোপীনাথপুর গ্রামের (সেন্টারপাড়া) এলাকার মোঃ সাহাবুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা মামলা নং এসটিসি-৩৯/১৩। ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানাবলীর আইনের ৪ ধারা মোতাবেক তাকে ৭ বছরের সাজা দিয়ে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন বিজ্ঞ বিচারক।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আদালত কর্তৃক গ্রেফতারী পরোয়ানার আদেশ পেয়ে নুহুকে গ্রেফতারের প্রচেষ্টা চালায় র্যাব সদস্য। পরে গোপন সংবাদে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রেফতারকৃত আসামি নুহুকে গাংনী থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় বিভিন্ন মামলায় ৮ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে ৮ জন ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

আজ শুক্রবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এসআই সেকেন্দার আবু জাফর, এসআই ফাহিম হোসেন, এএসআই আবু বক্কর সিদ্দীক, এএসআই শাহিন সরদার, এএসআই মারুফুল ইসলাম, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সংঙ্গীয় ফোর্সসহ বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৮ জন দীর্ঘ দিনের পরোয়ানাভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা পৌরসভার দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের মৃত আবুল হাশেম মন্ডলের ছেলে জি আর মামালার আসামী মোমিনুল্লাহ মন্ডল, মোমিন ট্যারা (৫০),দর্শনা থানার ৬২ নং আড়িয়া গ্রামের মসজিদপাড়ার মৃত গউর চন্দ্র মধু খার ছেলে জিআর-২২৩/২১ মামরার দীর্ঘদিনের পলাতক আসামী শ্রী বিকাশ চন্দ্র সাহা (৩৫),দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের ফুরশেদপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে,বিপুল মিয়া,(৪০) দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের দক্ষিনপাড়ার আছের আলীর ছেলে সোহেল রানা (২৪), দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ঝাঝাডাঙ্গা মসজিদপাড়া গ্রামের মৃত রবিউল কাজীর ছেলে,শহিদুল ইসলাম ওরফে বেল্টু(৩৬), দর্শনা রামনগর ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের বাবলু মিয়ার ছেলে শিপন(২৩),দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের আমিন লসকারের ছেলে মাদুস (৪০) ও দর্শনা আজিমপুর গ্রামের জহুরুল ইসলাম ওরফে জোর হোসেন মিজির ছেলে শফিউল উদ্দিন ওরফে শফিউল উদ্দিনকে (৩৮) গ্রেফতার করেছে।

আজকেই ৮ জন পরোয়ানাভুক্ত আসামিকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা বলেন এরা দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলো ওরা ৮ জনই দীর্ঘদিনের ওয়ারেন্ট ভুক্ত

আসামী। আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার করেছি।